10

তারিখ 24 MAY 1996
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা গাইড

# উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ কিভাবে শিক্ষার্থী হবেন ?

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় । সব বয়সীদের সম্মুখে খুলে দিয়েছে শিক্ষালাভের অবারিত দরজা। হাইটেকের এই ধাবমানকালে যখন এদেশে চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-শিক্ষার তীব্র সংকট। এ সময়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামের পর্ণকুটির থেকে শহরের চিলেকোঠায় শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে। ভর্তির গ্যাড়াকলে ছিটকে পড়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু কোন তরুণ-তরুণীকে আর হতাশার আলেয়ায় বিভ্রান্ত হতে হবে না। যে কেউ এস,এস,সি থেকে উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পাস করতে পারে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে বয়স বা সময় কোন বাধা নেই। এযেন হাত বাড়ালেই শিক্ষা। বখে যাওয়া তরুণটি স্কুলের গন্ডির শেষ পর্যায়ে যার পাঠে মন বসেনি। একদিন সেই তরুণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো। আবার লেখা-পড়ার তাগিদ এলো। কিন্তু ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে কয়েকটি বছর। কোন স্কুলে ভর্তি হতে আত্মমানস তার প্রতিপক্ষ হলো। অনায়াসে সে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচীতে অংশ নিয়ে একে একে শিক্ষার স্তর পেরুতে পারবে। কলেজে পা রাখতে না রাখতেই যে তরুণীকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিলো। সে এখন গৃহবধূ। কোলজুড়ে এসেছে সন্তান। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ভীষণ। এরই মধ্যে সে ঘরে বসেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ১৪ বছর বয়সসীমা থেকে চাইলে অশীতিপররাও উন্মুক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তে পারেন। যে কোন কারণে ছেদপড়া লেখা-পড়া উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ করতে পারেন।

১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালুর পর গত প্রায় ৪ বছর এর প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লাখ।

গাজীপুরে মূলকেন্দ্র অবস্থিত এই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের। এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংখ্যা ১০টি। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামে এই কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। কেন্দ্র থেকে ভর্তি, রেজিষ্ট্রেশন, পরীক্ষা, বইপত্র সরবরাহ ও তথ্য পরিবেশন করা হয়। এর পাশাপাশি দেশের ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র খোলা হচ্ছে অচিরেই।

*উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের। প্রচলিত পদ্ধতিতে নয়। মূলতঃ বই, অডিও, ভিডিও এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাধ্যমে এখানে পাঠদান পদ্ধতি সম্পাদন করা হয়। কোন বিষয়ের শিক্ষাক্রমের সূচনায় বাড়ীতে বা কর্মক্ষেত্রে পড়ার জন্য কিছু বই দেয়া হয়। এ সময় প্রয়োজন মতো কিছু অডিও ক্যাসেটও দেয়া হয়।*

*উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ৬টি আনুষ্ঠানিক কোর্স রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ এস,এস,সি ব্যাচেলর অব এডুকেশন, সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজম্যান্ট এবং ব্যাচেলর অব ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং কোর্স। এছাড়া শীঘ্রই আরো ৩টি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স চালু করবে বিশ্ববিদ্যালয়। একজন শিক্ষার্থীকে তার পূর্ববর্তী শিক্ষার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। ভর্তিচ্ছু স্তরের পূর্ব স্তর পেরিয়ে আসতে হবে। যেমন এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাইলে তাকে কোন স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস হতে হয়। এমএ কোর্সে ভর্তি হতে হলে বিএ পাস ডিগ্রী প্রয়োজন হয়।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের। প্রচলিত পদ্ধতিতে নয়। মূলতঃ বই, অডিও, ভিডিও এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাধ্যমে এখানে পাঠদান পদ্ধতি সম্পাদন করা হয়। কোন বিষয়ের শিক্ষাক্রমের সূচনায় বাড়ীতে বা কর্মক্ষেত্রে পড়ার জন্য কিছু বই দেয়া হয়। এ সময় প্রয়োজন মতো কিছু অডিও ক্যাসেটও দেয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়। এর পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীকে দু'সপ্তাহে বা সপ্তাহে একটি টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এসএসসিসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য এ পর্যন্ত ৫৮৩ টি টিউটোরিয়াল কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গুরুতর কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে শিক্ষার্থী চাইলে চিঠির মাধ্যমে তার সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীকে নিয়মিত এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হয়। প্রতি সেমিষ্টার শেষে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। সাধারণ পাঠ্যবই-গুলোতে যে ধরনের ভাষায় লেখা হয় দূর-শিক্ষণের বইগুলো সে ভাষায় লেখা হয় না। উন্মুক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সাধারণ কোন যোগাযোগ থাকে না। পাঠ্যবই রচনার সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়। বইগুলো এমনভাবে লেখা যাতে শিক্ষার্থী একবার পড়েই তার উত্তর পেয়ে যায়। দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ শমশের আলী প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় বদলে দিয়েছে দেশের উচ্চ শিক্ষার দিগন্ত।

❑ আনোয়ার আলদীন